কৃষিই সমৃদ্ধি

শ্রাবণ মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়

ঋতুরানী বর্ষার দ্বিতীয় মাস শ্রাবণ। শ্রাবণের জলে নদী, নালা, খাল, বিল, পানিতে থৈ থৈ ভাসিয়ে দেয় মাঠঘাট, প্রান্তর এমনকি আমাদের বসতবাড়ির আঙিনা। তিল তিল করে বিনিয়োগ করা কষ্টের কৃষি তলিয়ে যেতে পারে সর্বনাশা পানির নিচে। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ঘামের ফসল তছনছ হলে কৃষক স্তব্ধ হয়ে যায়, বেড়ে যায় কৃষির দুর্দশা। আষাঢ়-শ্রাবণ মাস আমাদের কৃষির জন্য হুমকির মাস। এ কথা যেমন সত্য তার চেয়ে বেশি সত্য আমাদের সবার সম্মিলিত, আন্তরিক কার্যকরি সতর্কতা এবং যথোপযুক্ত কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে এ দুর্যোগ মোকাবেলা করা সম্ভব। আসুন জেনে নেই শ্রাবণে কৃষির করণীয় বিষয়গুলো:

রোপা-আমন:

- শ্রাবণ মাস আমন ধানের চারা রোপণের ভরা মৌসুম। এ মাসে উফসী জাতের রোপা আমন ধানের চারা মূল জমিতে রোপন করতে পারেন। চারার বয়স ৩০-৪০ দিন হলেই মূল জমিতে রোপণ করতে হয়।
- অধিক বন্যা প্রবণ এলাকায় কলার ভেলায় ভাসমান বীজতলা তৈরি করুন।
- রোপা আমনের উন্নতজাত সমূহ হলো: ব্রিধান-৩৩, ব্রিধান-৩৪, ব্রিধান-৩৭, ব্রিধান-৩৮, ব্রিধান-৩৯, ব্রিধান-৪০, ব্রিধান-৪১, ব্রিধান-৪৪, ব্রিধান-৪৭, ব্রিধান-৫০, ব্রিধান-৫১, ব্রিধান-৫২, ব্রিধান-৫৬, ব্রিধান-৫৭, ব্রিধান-৬২, ব্রিধান-৭০, ব্রিধান-৭১, ব্রিধান-৭২, ব্রিধান-৭৫, ব্রিধান-৮০, ব্রিধান-৮৭, বিনাধান-৭, বিনাধান-৮, বিনাধান-১০, বিনাধান-১২, বিনাধান-১৩, বিনাধান-১৫, বিনাধান-১৬, বিনাধান-১৭, বিনাধান-২০, জলমগ্ন ব্রিধান-৫১, ব্রিধান-৫২, এছাড়া লবণাক্ত এলাকায় ব্রিধান-৪৪, ব্রিধান-৪৭, ব্রিধান-৫৩, ব্রিধান-৫৪, ব্রিধান-৭৩, ব্রিধান-৭৮, বিনাধান-৮, বিনাধান-১০ এবং লবণাক্ত জোয়ার-ভাটা অঞ্চলে ব্রিধান-৪৪, ব্রিধান-৭৫, ব্রিধান-৭৬, ব্রিধান-৭৭, ব্রিধান-৭৮, নাবীজাত হিসেবে বিআর-২২, বিআর-২৩, নাইজারশাইল এবং আকস্মিক বন্যা প্রবণ এলাকায় ব্রিধান-৭৯ চাষ করতে পারেন। খরাসহনশীল জাত ব্রিধান-৫৬, ব্রিধান-৫৭, ব্রিধান-৬৬, ব্রিধান৭১, বিনাধান-১৭, বিনাধান-১৯ এবং খরা প্রবণ এলাকাতে নাবি রোপা আমন ধানের পরিবর্তে যথাসম্ভব আগাম রোপা আমন ধানের জাত ব্রিধান-৩৩, ব্রিধান-৩৯, বিনাধান-৭ চাষ করতে পারেন।
- আমনের চারা রোপনের আগে সবুজ সার ব্যবস্থাপনা করে নিলে ভালো হয়। এটি মাটির জন্য ভালো, কম খরচে অধিক ফলনে সহায়ক হয়।
- চারা রোপনের ১২-১৫ দিন পর প্রথমবার ইউরিয়া সার উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। এর ১৫-২০ দিন পর দ্বিতীয়বার এবং তার ১৫-২০ দিন পর তৃতীয়বার ইউরিয়া সার উপরিপ্রয়োগ করতে হবে।
- পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ধানের ক্ষেতে রোপনের সাথে সাথে পার্চিং-এর মাধ্যমে পাখি বসার ব্যবস্থা করুন।
- আমন ধানের জমিতে মাজরা পোকা, বাদামি গাছ ফড়িং, খোল পোড়া ও কান্ড পঁচা রোগের আক্রমণ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে প্রতিকারের ব্যবস্থা নিন।

আউশ:

- এ মাসে আউশ ধান পাকা শুরু হয়। রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে পাকা আউশ ধান কেটে মাড়াই-ঝাড়াই করে শুকিয়ে বায়ুরোধী পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে।
- বীজ ধান হিসেবে সংরক্ষণ করতে হলে ভালোভাবে শুকিয়ে ড্রাম/টিনেরপাত্র/বস্তায় রাখতে হবে।

পাট:

- ক্ষেতের অর্ধেকের বেশি পাট গাছে ফুল আসলে পাট কাটতে হবে। এতে আঁশের মান ভালো হয় এবং ফলনও ভালো পাওয়া যায়।
- পাট পঁচানোর জন্য আটি বেঁধে পাতা ঝড়ানোর ব্যবস্থা নিতে হবে এবং জাগ দিতে হবে।
- পাটের আঁশ ছাড়িয়ে ভালো করে ধোয়ার পর ৪০ লিটার পানিতে এক কেজি তেঁতুল গুলে তাতে আঁশ ৫-১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে, এতে উজ্জ্বল বর্ণের পাট পাওয়া যায়।
- যেখানে জাগ দেয়ার পানির অভাব সেখানে রিবন রেটিং পদ্ধতিতে পাট পচাঁতে পারেন। এতে আঁশের মান ভাল এবং পচন সময় কমে যায়।

মাসকলাই ও পানি কচু:

- বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে বিনা চাষে মাসকলাই রোপন ও পানিকচু রোপণ করুন।

শাক-সবজি:

- বর্ষাকালে শুকনো জায়গার অভাব হলে টব, মাটির চাড়ি, কাঠের বাক্স, পলিথিন ব্যাগ এবং ভাসমান বেডে সবজির চারা উৎপাদনের ব্যবস্থা নিতে হবে।
- এসময়ে উৎপাদিত সবজির মধ্যে যেমন-ডাটা, গিমাকলমি, পুইশাক, চিচিঙ্গা, ধুন্দল, ঝিঙা, শসা, ঢেড়স, কাকরোল, গ্রীস্মকালীন টমেটো, বেগুন।
- এ মাসে সবজি বাগানে করণীয় কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে মাদায় মাটি দেয়া, আগাছা পরিস্কার, গাছের গোড়ায় পানি জমতে না দেয়া, মরা বা হলুদ পাতা কেটে ফেলা, প্রয়োজনে সারের উপরি প্রয়োগ করা।
- কুমড়া জাতীয় সব সবজিতে হাত পরাগায়ন বা কৃত্রিম পরাগায়ন অধিক ফলনে দারুণভাবে সহায়তা করবে। গাছে ফুল ধরা শুরু হলে প্রতিদিন ভোরবেলা হাতপরাগায়ন নিশ্চিত করলে ফলন অনেক বেড়ে যাবে। ফলের মাছি পোকার জন্য ফেরোমেন ট্রাপ ব্যবহার করুন।
- শিম ও লাউয়ের চারা রোপনের ব্যবস্থা না নিয়ে থাকলে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। আগাম জাতের শিম এবং লাউয়ের জন্য প্রায় ৩ ফুট দূরে দূরে ১ ফুট চওড়া ও ১ ফুট গভীর করে মাদা তৈরি করতে হবে।

বৃক্ষ রোপণ:

- এখন সারা দেশে গাছ রোপণের কাজ চলছে। ফলদ, বনজ এবং ঔষধি বৃক্ষজাতীয় গাছের চারা বা কলম রোপণের ব্যবস্থা নিতে হবে।
- উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে একহাত চওড়া এবং একহাত গভীর গর্ত করে অর্ধেক মাটি এবং অর্ধেক জৈবসারের সাথে ১০০ গ্রাম টিএসপি এবং ১০০ গ্রাম এমওপি ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। সার ও মাটির এ মিশ্রণ গর্ত ভরাট করে রেখে দিতে হবে। দিন দশেক পরে গর্তে চারা বা কলাম রোপণ করতে হবে।
- ভাল জাতের স্বাস্থ্যবান চারা রোপন করতে হবে। চারা রোপনের পর গোড়ার মাটি তুলে দিতে হবে এবং খুটির সাথে সোজা করে বেঁধে দিতে হবে এবং চারপাশে বেড়া দিতে হবে।
- রাস্তার পাশে তাল ও খেজুরের চারা রোপণ করুন।

তাছাড়া কৃষির যে কোন সমস্যায় উপজেলা কৃষি অফিস অথবা কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে বা কৃষক বন্ধু সেবার ৩৩৩১ নম্বরে কল করে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে পারেন।

প্রচারে:

কৃষি তথ্য সার্ভিস, আঞ্চলিক কার্যালয়, লালবাগ, রংপুর

www.ais.rangpur.gov.bd

Design: Md. Humayun Kabir, Computer Operator, AIS, Rangpur.